

ইলা মিত্র

জেলখানার চিঠি

জেলখানার চিঠি

অনুবাদ
ইলা মিত্র

নবভারতী : শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট : কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, জুন

প্রকাশক
সুনীল দাশগুপ্ত
নবভারতী
৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
হেমন্তকুমার পোদ্দার
পোদ্দার প্রিণ্টার্স
৪এ, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
মণীন্দ্র মিত্র

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ভারত প্রেস
২২।১।এ ডিকসন লেন,
কলিকাতা-১৪

পাকিস্তান প্রাপ্তিস্থান
বইঘর
ফিরিঙ্গি বাজার রোড,
চট্টগ্রাম

এক টাকা আট আনা

সহকর্মী কমরেডদের উদ্দেশ্যে

দৈনন্দিন জীবনে তাঁরা নেমে এসেছেন—জনগণেরই একজন হয়ে তাঁদেরই সঙ্গে জীবনের লড়াই চালাচ্ছেন। আবেগ আছে, আছে কল্পনা, আছে মায়া। কিন্তু সে-আবেগ তো নিষ্প্রাণ শব্দঝঙ্কার তুলে শেষ হয়ে যায় না, সে কল্পনা-তো পায়ের নীচের মাটি সরিয়ে দিয়ে উবিয়ে নিয়ে যায় না কল্পলোকে, সে-মায়া তো, অবাস্তব আর নেতির মৃত্যুমোহ সৃষ্টি করে না। তাই তাঁদের কবিতা মানুষকে জীবনের প্রেরণা যোগায়, সংগ্রামের প্রথম সারে টেনে আনে, আগামীর স্বপ্ন দেখতে শেখায়। এমনি কবি পাবলো নেরুদা, নাজিম হিকমত। আর আছেন লাঞ্ছিত মানবতার অভিশপ্তভূমি আমেরিকার হাওয়ার্ড ফাস্ট, মার্টিন কার্টার ও আরো অনেকেই।

এই সংকলনে এমনি ক'জন কবিরই রচনার স্বাক্ষর আছে। এঁরা ভয়শূন্য চিত্ত, উচ্চশির, নির্ভয় মানুষের কবি, তাদেরই প্রতীক। তাঁদেরই সঙ্গে এক হয়ে চালাচ্ছেন সংগ্রাম ; লাঞ্ছিত, নির্বাসিত হচ্ছেন, কারাবরণ করছেন কিন্তু জীবনের জয়গান তুড়ুমের চরণ নিষ্পেষণে রুদ্ধ হয়ে যায়নি। মনের রক্তাক্ত ভাষা, বিদ্রোহী ভাষা ফুটে উঠেছে সুতীব্র জ্বালায়,আবার সম্ভাবনার ঝিলিক ঝিকমিকিয়ে উঠেছে ছত্রে ছত্রে। তাইত কবি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে বলেন—'আবার বেঁচে উঠব, আবার হাসব ফুলে ফলে সৌরভে'। পুরানো দিনের দিকে ফিরে তাকিয়ে আজকের যুগের অনাচার-অবিচারের মানে খুঁজতে চান। আবার জেলের অন্ধ ডিগ্রীতে বসে লাল সিংহের আগমনের আশায় উন্মুখ হয়ে থাকেন। মানব-শিকারী শোষকেরা চোখ রাঙায়, শাসায় মৃত্যুর বজ্র তুলে। হুঙ্কার দিয়ে বলে—'আমাদের আছে কারাগার, আছে রাত্রি'। কিন্তু তবু ধ্বনি ওঠে মানুষের বুক থেকে, ওঠে আগামীর সম্ভাবনাময় ধ্বনি ঃ—পরিপূর্ণ জীবনের অনন্ত উচ্ছ্বাস নিয়ে লাল সিংহ আসছে।' আবার এক সংগ্রামী আর এক সংগ্রামীকে কারাপ্রাচীরের আড়াল থেকে ডেকে ডেকে বলেন তাঁর মনের কথা, দেশের কথা, মানবতার কথা। আশার আলো ঝলমল করে ওঠে মানুষের। সবাই তাঁরা স্বাপ্নিক, মহা স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু এ স্বপ্ন তো অলীক নয়। ঐতিহ্যে আছে তার শিকড়, বর্তমানের স্পষ্ট দিবালোকে তার পত্রপুষ্পের উদ্গম শুরু হয়ে গেছে। তাই তো সে লাঞ্ছিত মানবতার মহা স্বপ্ন—নির্ভুল স্বপ্ন। স্বপ্ন নয়, বুঝি অমোঘ 'দৈববাণী'। এই কবিতা কটি তারই সার্থক পরিচয়।

অনুবাদ কবিতার সংকলন বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়। এ সাহিত্য, 'তীর্থ-সলিল' থেকে 'সাতসাগরের পারে' হয়ে 'পদ্‌শ্লেজনিক' ও আধুনিকতম

'প্রতিধ্বনি' পর্যন্ত ভিনদেশী কাব্যধারায় ধারাময়। কিন্তু এগুলি সবই বিভিন্ন সুরে বাঁধা, একই সুরে বাঁধা বিভিন্ন কবির সংকলন এই প্রথম—বুঝি একমেবাদ্বিতীয়ম্। একতারায় যেন বেজে উঠছে একই সুর। সে সুর আশার, আনন্দের, কিন্তু কোথাও তার ঝংকারে একঘেয়েমি দেখা দেয়নি। একই সুর উদারা-মুদারা তারায় ধ্বনিত হয়ে ফুটিয়ে তুলেছে জীবনের জয়গান।

আর একটি কথা না বললে ভূমিকা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই কবিতাগুলি বিদেশী সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে চয়ন করে এনে বাংলা সাহিত্যকে যিনি উপহার দিয়েছেন, তিনি ইলা মিত্র। নিপীড়িত মানবতার সেবিকা, তাদেরই একজন হিসাবে তিনি সুপরিচিতা। তাই দেশে-দেশের লাঞ্ছিত, নির্বাসিত বন্দী কবি-কুল তথা অবমানিত মানবতার সঙ্গে তিনি একাত্ম হতে পেরেছেন। বিদেশী ভাইদের কথা অগ্নি-অক্ষরে ফুটে উঠেছে বাংলার কোণের এক বোনের মনের ভাষা হয়ে; সীমান্তের অবরোধ পেরিয়ে দেশে দেশের নির্যাতিত গণ-আত্মার মহা মোহানায় গিয়ে মিশেছে। আর তাই এ কবিতাগুলি সার্থক হয়ে উঠেছে, সত্য হয়ে উঠেছে, সৌন্দর্য আর শিবত্বে মহান হয়ে উঠেছে।

১০-৭-৫৫
কলিকাতা

—অশোক গুহ

॥ জেলখানার চিঠি ॥

মার্টিন কার্টার

ওরা শুধু আমার এইটুকুই ক'রেছে—
জেলে পুরেছে, লুকিয়ে ফেলেছে,
সূর্য থেকে, পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রেছে,
আকাশকে অন্ধকার, বাতাসকে বিষময়—
আর আমার নিঃশ্বাসকে রুদ্ধ ক'রে দিয়েছে,—
এই আশায় যে,
আমি মরে যাব।

কিন্তু হায়
আমি হাসি ওদের আয়োজনে—
হাসি—
কারণ আমি জানি ওরা আমাকে মেরে ফেলতে পারে না,
না পারে স্তব্ধ ক'রে দিতে আমার চিন্তাকে—
না পারে মুছে ফেলতে আমার লেখনকে—
আমি মানুষ—
আমি আছি মানুষেরই মাঝখানে।
সেই গাছেরই মত গর্বিত মানুষ আমি
যাকে কাঠুরিয়া উপড়ে ফেলতে পারে না
তার শক্ত কুঠারের সহস্র আঘাতেও।
যদি আমার মানুষ বাঁচে
আমিও বেঁচে থাকব তাদের সাথে
তারা বাঁচবে—
আমি তোমাদের ব'লছি—তারা বাঁচবেই
কিন্তু এরা সব?

আমি হাসি ওদের দেখে
জানি না ওদের মনে চিন্তার স্পন্দন কিছু জাগে কিনা
মনে হয় ওরা চিন্তা ক'রতেই জানে না একেবারে।
বাঘ, ব্যাঙ, শুয়োর—
ওরা কি চিন্তা করতে জানে ?
আমি তোমাদের জানাতে চাই—
এ গৌরব শুধু মানুষেরই প্রাপ্য—
মানুষই শুধু চিন্তা করে।

আজ কেনিয়ার দিকে তাকাও—
ওরা নিগ্রো মেয়ের রক্ত শুষে খাচ্ছে।
মালয়ে দেখ—
মুক্তি যোদ্ধাদের ওরা তাড়া ক'রে বেড়াচ্ছে
গুলীবিদ্ধ করছে কুকুরের মত—
আর এখানে দেখ,—
লেলিহান জিহ্বা মেলে আমাদের লক্ষ্য ক'রছে
যেমন ক'রে রক্ত লোভী পিশাচের দল
ওত পেতে ব'সে থাকে শিকারের আশায়।
কিন্তু আমি তোমাদের বলছি
অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে বলছি
দিন আমাদের আসবেই—
নূতন সূর্য উঠবে, পৃথিবী হাসবে।

সেদিন যদি আমি নাও বেঁচে থাকি
আমার ছেলে তাকে দেখবে
সে যদি না দেখে
তার ছেলে তো দেখবেই—
আসবে—সে দিন আসবে—

ছড়িয়ে যাবে পৃথিবীতে আগুনের মত—
দিন আসবে এখানে, দিন আসবে সবখানে—
এবং সে দিন যখন আসবে
আমি তার সাথে আবার বেঁচে উঠব—
আবার আমি হাসব
ফুলে ফলে সৌরভে
বেরিয়ে যাব এই জেলখানা থেকে।

॥ শিক্ষা ॥

লুসি স্মিথ

আমি শিক্ষয়িত্রী—
আমেরিকার নিগ্রো শিক্ষয়িত্রী—
ছোট ছোট নিগ্রো ছেলেমেয়েদের আমি শেখাব
সম্মান, সৌন্দর্য ও সততার অর্থ কি—
অর্থ কি গণতন্ত্রের
আজকের আমেরিকায়।

মনে পড়ছে আমার মাকে।
সেই চোদ্দ জন ছেলেমেয়েকে গ'ড়ে তুলতে,
খাইয়ে পরিয়ে স্কুলে পাঠাতে
কি কঠোর বিরতিবিহীন সংগ্রাম—
(আবার মনে পড়ে তাঁর দীপ্ত গর্বিত মুখ
যখন আমি গ্র্যাজুয়েট হ'লাম
হ'লাম একজন শিক্ষয়িত্রী)

মনে পড়ছে আমার মাকে—
দেহকে বিকিয়ে দিতে অস্বীকার ক'রেছিলেন—
স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের বিনিময়ে
শুধু জীবনেরই জন্য।
মনে পড়ছে আমার ভাইদের
নিগ্রো স্ত্রীলোকের সম্মান বাঁচাতে
হত্যা ক'রেছিলেন এক শ্বেতকায় মানুষকে।

মনে পড়ছে আমার মাকে এবং আমার ভাইদেরকে
জীবন তাঁদের আজ সীমাবদ্ধ হ'য়ে গেছে—
পাথরের চার দেওয়াল আর লোহার শিকলে—
সারা জীবনের জন্য।

মনে পড়ছে আমার এইসব কথা—
আমেরিকার নিগ্রো ছোট ছেলেমেয়েদের,
কি আমি ব'লব ?

হৃদয় আমার পূর্ণ হয়ে আছে
স্মরণে, ব্যথায়, ক্ষোভে,
এ শিক্ষা শেখাতে,
আমাকে প্রস্তুত হ'তে হবে।

আমেরিকা আমার সহায় হও!
ইতিহাসের পাতা আমি ঘাঁটব
সেই সব আমেরিকাবাসীদের জীবনী আমি তুলে ধরব
যাঁরা শিখেছিলেন ঃ—
সম্মান, সততার মূল্য
হ'তে পারে জেল, হ'তে পারে মৃত্যু
কিন্তু তবু সে জীবন
মহিমায় দৃপ্ত, সম্পদে উজ্জ্বল।
কেমন ক'রে এই কথা
আমি বলব আমেরিকায় ?
সহজ ও স্পষ্ট ক'রে
আমাকে বলতে হবে
যেন বুঝতে পারে অতি সহজে—
অতি ছোট শিশুও।
কি আমি বলব—
এই নিগ্রো ছেলেমেয়েদের—
সম্মান, সৌন্দর্য ও সততা কি,
অর্থ কি গণতন্ত্রের—
আজকের আমেরিকায়।

॥ লাল সিংহ ॥

মার্থা মিলেট

সেলের ভিতরে মানুষ
তালার উপরে তালা
রাত্রির মাঝে রাত্রি
তারা একে বলে "গহ্বর"
ভিজা পাথরের বিছানা
ছেঁড়া মাদুর
মানুষের মাথার বালিশ
ঠিক আধ্‌ঘণ্টা অন্তর
আলো ঝল্‌সে উঠছে চোখের তারার উপর
প্রহরী যায়,
প্রহরী আসে,
প্রহরী বদল হয়,
দৈনন্দিন অনুষ্ঠান।
এই সেল
এখানে মানুষের
মনকে ভেঙে, দেহকে গুঁড়িয়ে
হৃৎপিণ্ডকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়
এই তাদের কাজ।

সোনালী প্রভাত আসে
আলোতে শিশিরে সিক্ত—
রুদ্ধ কারার অন্তরালে
নিবিড় তমসাচ্ছন্ন রাত্রি।
মানুষের জীবন্ত হৃদয়কে
ধূলিসম

নিষ্পেষিত করা যায়
এই তারা মনে করে।
প্রহরী যায়
প্রহরী আসে
কিন্তু তাদের সীমার বাইরে ?
শুধু একটি গান
মাটি চষার গান
মাঠে মাঠে লাঙ্গলের সমাবেশ
বীজ বপনের আয়োজন
মাটির বুকে
ঝরা ফুলের অঞ্জলি।

মানুষের মুখে— শুকনো রুটি
মরচে-ধরা খাদ্যের পাত্র
রিক্ত ও বিবর্ণ।

আকাশ ছেয়ে বৃষ্টি নামে
জুঁই মুকুলের হাতছানি
কচি পাতার ইঙ্গিত
সবুজের উদ্গম।
এখানে—
শূন্যতার চির-অন্তঃপুরে
ঋতুহীন অমানিশা
শুধু আছে—
মানুষ আর অনির্বাণ বহ্নিশিখা—
অন্ধকার থেকে
স্বর্গের দেবতা বিদায় নিয়েছে
জ্বলন্ত চোখ ছুটি থেকে
লাল সিংহ জন্ম নিচ্ছে—
প্রহরীরা কেমন ক'রে যাবে ?

প্রথম শিকারী—

সব সময়
আমরা তাদের রক্ত চুষে খাই
পেষণে পেষণে জর্জরিত করি
ঘানিতে জুড়ে গায়ের ছাল তুলে
তাদের আকাজ্ক্ষাকে পদদলিত করি
তাদের হাড় ক্ষয় করা পরিশ্রমে
আমরা ধন সঞ্চয় করি
তাদের হৃৎপিণ্ড নিংড়ে নিয়ে
আমরা ইমারৎ সাজাই
এই আমাদের ন্যায়
এই আমাদের নীতি।

দ্বিতীয় শিকারী—

সব সময়
আমরা তাদের শোষণ করি
শাসন করি
দাঁত খুলে ফেলি, চোখ উপড়ে নিই
আমাদের শস্য চূর্ণ করিয়ে
হাড় মাংসকে গুঁড়িয়ে ফেলি
যেমন ক'বে স্যামসনকে
শক্তিহীন ক'রে,
অন্ধ ক'রে
ঘানিতে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল।

প্রথম শিকারী—

তাদের
রক্ত ঝরা পরিশ্রমে অর্জিত শস্যাগারের দ্বারে
আমরা তাদের হাঁটু গেড়ে বসাই

তাদের ভিক্ষা ক'রতে শেখাই
কুকুরের মত তাদের তাড়া ক'রে বেড়াই।

দ্বিতীয় শিকারী—

এই আমাদের আইন

প্রথম শিকারী—

এই আমাদের বিচার

ধ্বনি ঃ—

যে হৃৎপিণ্ড ছিনিয়ে তুমি
রক্ত নিংড়ে নিলে
যে নব চেতনা জাগ্রত হ'চ্ছে
নূতন শস্যের উদ্গত অঙ্কুরের মত
তার অভিষেক তুমি
কি দিয়ে জানাবে ?

দ্বিতীয় শিকারী—

আমাদের
আছে কারাগার,
আছে রাত্রি।

ধ্বনি ঃ—

তোমার প্রস্তর গুহার
সঞ্চিত ধন রত্নের দিকে তাকাও
কি দেখ্‌তে পাচ্ছ ?
সমাধি-গহ্বর থেকে
ধীর অথচ অনিবার্য পদক্ষেপে
সিংহ আসছে
আপরিষ্কৃত পশুচর্মে
অগ্নিকাষ্ঠের ক্ষতচিহ্ন আঁকা
কেশর ঊর্ধ্বমুখী
যেন
একগুচ্ছ তারকা রাজি।

শিকারী দল—

আমাদের
জেলখানা আছে।

ধ্বনি ঃ—

ঐ শোন—
অন্ধকারে
লালা সিংহ পদচারণা ক'রছে

শিকারী দল—

কোথায় সিংহ
আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না ?

ধ্বনি ঃ—

ক্ষুধা
তার বর্ম আচ্ছাদন
অতি উল্লাসে
সে গর্জন ক'রে আসছে
যেন
পর্বত গাত্রে কংসনিনাদ
দেখ
কেমন ক'রে তোমার মধ্যরাত্রি
বিবর্ণ ও নিষ্প্রভ হ'য়ে যায় !

শিকারী দল ঃ—

হে পেষণকারী যন্ত্র
মানুষকে তুমি গুঁড়ো ক'রে ফেল
যেমন ক'রে চূর্ণ বিচূর্ণ কর
অতি ক্ষুদ্রতম শস্যকণাকে
এমনভাবে নিঃশেষ ক'রে দাও
যেন
বিন্দুমাত্রও স্ফুলিঙ্গ না জেগে থাকে
মানুষের হৃৎপিণ্ড থেকে

ধ্বনি :—

দেখ—
লাল সিংহ আসছে
ধীর গতিতে
অতি পরিচিত পদক্ষেপ
এঁকে বেঁকে
সেই ভুলে যাওয়া ভঙ্গিমায়
সে আস্‌ছে

শিকারী দল :—

মানুষ—
মুখ—
বুঝি অর্ধরাত্রি
ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে
জেলখানার ঘড়িতে
বারটা বেজে গেছে
আলো ঝল্‌সে উঠল
কি দেখ্‌তে পাচ্ছ ?
তালা
প্রহরী যায়
প্রহরী আসে
ছন্দহীন সেই চির পুরাতন সুর—

সেলের ভিতরে
বীভৎস রাত্রি
মানুষের বিছানা
ভিজে পাথর
ছেঁড়া মাদুর
মানুষের মাথার বালিশ
তারা একে বলে "গহ্বর"।

শস্য সংগ্রহের কাল এল
আকাশ বাতাসে তারই ইঙ্গিত
প্রাণবন্যায় উচ্ছল শস্য ক্ষেত্রতল
দেহ মন প্রতীক্ষায় উন্মুখ
আগ্রহে চঞ্চল
সিংহ
পদচারণা ক'রছে

সেলের ভিতরে
বীভৎস রাত্রি
পরিপূর্ণ জীবনের
অনন্ত উচ্ছ্বাস নিয়ে
লাল সিংহ আস্‌ছে।

শিকারী দল—

সন্মুখে কামান গর্জন ..
কার জীবনে প্রভাত?
কার জীবনে অমানিশা?
স্বর্গের দেবতা বিদায় নিয়েছে—
মানুষ—
শাশ্বত ক্ষতচিহ্ন।

সিংহের কেশর ঊর্দ্ধমুখী
যেন
একগুচ্ছ তারকারাজি।
মরা অরণ্যের বুকে বসন্তের শিহরণ
অশোক শিমূল কৃষ্ণচূড়ায় মঞ্জরী সমাকুল
তারা উৎসবে আসছে·
তারা গান গাইছে
পূর্ব দিগন্ত লালে লাল।

॥ নাজিম হিকমতকে ॥

হাওয়ার্ড ফাস্ট

কারা প্রাচীরের অন্তরাল
পারেনি তো অবরুদ্ধ ক'রে রাখতে
তোমার কথাকে—
তারা এসে পৌঁছেছে আমাদের কাছে—
আমাদের প্রাচীর
সেও তো পারল না তার প্রবেশ পথ
রুদ্ধ করে রাখতে।

সেদিন বন্দীশালায় এলেন আমার কাছে
আলবার্ট ম্যাল্‌স্—
তোমারই মত তাঁর অপরাধ
তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল
জীবনের জয়গান—
শান্তির বাণী
আশার বাণী
মানুষের যা কিছু শ্রেয় তারই আগমনী
তাঁর ভাষায় পেয়েছিল রূপ।

সেই শিল্পী এসে বললেন—
বন্দীশালার সেই সুপরিচিত রুদ্ধ কণ্ঠে
আমায় শোনালেন—
তুমি মুক্তি পেয়েছ—
মুক্ত—নাজিম হিকমত মুক্ত
স্বদেশ ভূমিতে তাঁর পদক্ষেপ
বাধা বন্ধন মুক্ত—

উৎকর্ণ বিশ্বজন আবার শুনছে
তাঁর বজ্রকণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত—
কমরেড্—বন্ধু আমার
কেমন করে তোমায় জানাব—
তোমায় দেখিনি তো চোখে কোনদিন
তবু তুমি আমার কত আপন
কত পরিচিত—
আমার শ্রদ্ধার
আমার গর্বের বস্তু তুমি
তোমায় কেমন করে বোঝাই আমার অনুভূতি ?
এই মুহূর্তেই
আমরাও যে মুক্তি পেলাম—
এই শুভক্ষণে—

আমার হৃদয় বীণায় বেজে উঠল
তোমারই গানের সুর—
আমি যে তোমাকে জানি
তুমি আর আমি

আমাদের এই যে জানাজানি
জাতি ধর্মের বন্ধন
মানেনি তো কোনদিন—
কিন্তু তারা ভাবে
আমাদের করে দেবে স্তব্ধ
কারা প্রাচীরের অন্তরালে
করে দেবে চিরতরে মূক।
তোমার মুক্তির জন্য
সামান্যই আমরা করেছিলাম—
কিন্তু তুমি ?

তুমি যে আমাদের ক'রে দিলে
চির মুক্ত।

তোমার আমার মাঝে ব্যবধান
পাঁচ হাজার মাইল—
তোমার দেশের মত
আমাদের এখানেও
দুর্বৃত্তেরা শুরু করেছে
সর্বনাশের তাণ্ডবতা
স্বাধীনতা এদেশে
লজ্জায় মাথা অবনত করেছে
কিন্তু তবু জানি
এ দুর্দিন ক্ষণস্থায়ী।

তোমার মুক্তির বার্তা
আমাদের মনে করিয়ে দিল
নির্বোধ ও কপট হত্যাকারীদের রচিত
প্রাচীরের অবরোধ
কত তুচ্ছ—
জয়ের পথে—
আলোর পথে—
মানুষের অভিযানের পথে—
এ কত ক্ষণস্থায়ী।

আমার হৃদয় বীনায়
এই যে গান বেজে উঠছে
তুমি তা জান
তবুও তোমাকে আমি না বলে
কেমন করে থাকি।

॥ হাওয়ার্ড ফাস্টকে ॥

প্যাবলো নেরুদা

হাওয়ার্ড ফাস্ট—
তুমি জেলে আছ—
আমি তোমার সাথে কথা বলছি,
আমি তোমাকে আলিঙ্গন করছি
আমার বন্ধু।
তুমি আমার অভিবাদন নাও।

আমি যে দেখেছি—
স্পেনের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে,
আমি যে দেখেছি —
সে এক কবির মাথা অন্ধকারে গড়িয়ে পড়েছে
আমি যে দেখেছি
স্পেনের উপরে নেমে এসেছে—
অন্ধকার, রাত্রি, রক্ত আর অশ্রু।
এ দেশের মানুষ আমি নই—
আমি এসেছি চিলি থেকে
আমার সঙ্গী, আমার বই, আমার বাড়ী চিলিতে
তারা লক্ষ্য করছে—
কেমন করে শান্ত প্রশান্ত মহাসাগরে
দুর্জয় ঢেউ উঠছে।
শাসক শ্রেণী মনে করে
আমাকে তারা জেলে পুরে রাখবে
মেরে ফেলবে
অথবা
চিরতরে স্তব্ধ করে দেবে।

ফ্র্যাঙ্কো, ট্রুম্যান, ট্রুজিলো
ভয় করে মানুষের কণ্ঠস্বর—
তাই,
সকল মানুষকে ভীতিগ্রস্ত করার আগে,
সকল মানুষকে শৃঙ্খলিত করার আগে,
প্রথম আঘাত তারা হানে,
লেখক ও গায়কের উপর।
ফ্র্যাঙ্কোর নেকটাই রক্তের দাগে রঞ্জিত,
ট্রুজিলো খড়্গ শানাচ্ছে,
ট্রুম্যান আমেরিকার চিন্তাবিদ্‌দের
জেলে পুরে
গর্জন করে বেড়াচ্ছে।
প্যারাগের দুঃখময় কাহিনী
আজ জেনেছে সবাই
সংগ্রাম ভূমি রক্তবন্যায় লাল হয়ে গেছে—।
বলিভিয়ার খনির শ্রমিককে,
গুলি করে মারছে
টিনের পিরামিডের নীচে
যে টিন সে নিজের হাতে তুলেছিল
মাটির তলা থেকে।
ভেনেযুয়েলাতে অন্ধকারের ভিতর থেকে
শৃঙ্খল মাথা তুলছে
আবার আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করে ফেলবে।
কলাম্বিয়াতে পশুর দল
মানুষের সৎ ইচ্ছাকে
পদদলিত করছে
নিঃশব্দে ধ্বংস ক'রে ফেলছে।

আর চিলিতে ?
নির্যাতীতের মাথার উপর
মরুভূমির মরিচিকাময় চাঁদ দোদুল্যমান।

কিন্তু আজ শুধু
ঘন জঙ্গল আর দক্ষিণ আমেরিকায়
এ হত্যার তাণ্ডব নৃত্য
সীমাবদ্ধ নেই ;
ছড়িয়ে পড়েছে উত্তরে
যেখানে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ তুলেছে
সভ্য ও ধনী মানুষ—
যেখানে
কল কারখানা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে
সেখানে আজ—
স্বাধীনতার প্রতিমূর্তির হাতের মশাল,
বন্দীশালার পথকে
আলোকিত করছে।

হাওয়ার্ড ফাস্ট
তুমি আজ জেলে,
কিন্তু তোমার লেখা—
অগ্নিশিখার মত
আমেরিকাবাসীর জীবনকে উদ্ভাসিত করছে।
তুমি লিখেছ
কালা আদমীর কথা
তুমি লিখেছ
গরীবের কথা

হাওয়ার্ড ফাস্ট
তুমি আজ জেলে
বহু মনীষী তোমার সহযাত্রী—।
আমি দেখছি,
তোমার মাথার উপর বরফের স্তূপ
যা আমি দেখেছি
স্পেনের উপরও নেমে আসতে—
সেই রাত্রি, সেই অন্ধকার, সেই রক্ত।

ওগো যুক্তরাষ্ট্রের দেশ—
কি বিরাট, কি মহীয়ান জাতি তুমি,
তুমি প্রাণবন্ত হও,
তুমি উঠে দাঁড়াও,
যেমন ক'রে গমের ক্ষেতে
উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে কৃষক—
পৃথিবীর খাদ্য সম্ভারকে
দু'হাত ভরে
গ্রহণ করার জন্য।
উত্তর আমেরিকার দিকে তাকাও
যে ছিল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল
আজ সে পরিণত হ'য়েছে
পূতিগন্ধময় আবর্জনায়—;
লুব্ধ কীটের মত
পরস্পর পরস্পরকে গ্রাস ক'রছে ;
অবিশ্বাসের বীজ চারিদিকে ছড়ান
পুলিসী রাজের বিভীষিকা—
আবার গেস্টাপো জন্ম নিয়েছে।

যেখানে
শিশির সিক্ত পুষ্পকুঞ্জে
জেফারসনের কণ্ঠস্বর
বাঁচার দাবিতে গর্জে উঠেছিল
আজ সেখানে
শ্মশান ভূমি—,
উন্মত্ত শেরিফ
ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চ'লেছে
লাইব্রেরি ধ্বংস ক'রতে—,
বন্দুক পাঠানো হচ্ছে,
নিকারাগাতে—
শ্রমিকদের গুলিবিদ্ধ ক'রে
হত্যা করার জন্য ।

হাওয়ার্ড ফাস্ট
যে ভীতি আজ চিলিকে,
শাণিত তরবারির মত
ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলছে,
সেই গোয়েবেল, সোমোজার
অর্থহীন বিষ
আজ গ্রীসের আকাশকেও
ধূমায়িত ক'রছে,
সেই শাসক শ্রেণী আজ
তোমার দিকে,
তোমার দেশের দিকে,
লুব্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে
কেমন ক'রে

গ্রাস ক'রে নেবে—।
সেই হত্যাকারীর দল
তোমার প্রতি থাবা তুলেছে
তোমাকে
তোমার লেখাকে
সমূলে ধ্বংস ক'রে দিতে।

হাওয়ার্ড ফাস্ট
তোমাকে যারা ভালবাসে
তারা ছড়িয়ে আছে
পৃথিবীর সব দেশে।
তোমার মাঝে আমরা দেখি
'মানুষের প্রতিচ্ছবি'—
তোমার বাণীর মাঝে,
যে সুর শুনি
তাকে তো কেউ
স্তব্ধ ক'রে দিতে পারে না—;
তোমার সাথে,
তোমার মানুষের সাথে,
আমরা এগিয়ে যাই শান্তির দিকে
তোমার মুখ—
আমাদের পতাকা
আমরা দেখি ;
তোমার জেলখানা থেকে
বন্দীশালার প্রহরীর পদক্ষেপ,
আমরা লক্ষ্য করি—;
আমরা এগিয়ে যাই

তোমারই আদর্শে,—
আমরা জন্ম নিই,
হাজারে হাজারে
পৃথিবীর বুকে।
শক্তি আমাদের অপরিসীম
সমুদ্রের কূল ছাপিয়ে ওঠে।
আজকের জেল তো
আগামী কালের
জয়েরই সূচনা।

॥ বাড়ীওয়ালার প্রতি ॥

মাইকেল গোল্ড

নিউইয়র্ক আমার—
নিউইয়র্ক আমার গ্রাম—
এর প্রতি কন্দরে কন্দরে,
ধ্বনিত হয়—
আমারই ব্যথা—আমারই আনন্দ।
এরই কারখানায়—
চির নিদ্রায় নিদ্রিত রয়েছে
আমার প্রিয়তম—
এই দেশেরই ভাষায় কথা বলে—
আমার ছেলেমেয়ে—
তাই তোমায় জানাই,
ওগো বাড়ীওয়ালা
সাদা চোখ আর মোটা থ্যাবড়া মুখ নিয়ে
কেমন করে তুমি আমায় উচ্ছেদ ক'রবে,
আমার বাড়ী থেকে—।

জন্ম আমার এই বাউরি সেলুনে,
হতভাগ্যদের পথে পথে আমি ঘুরি,
আমি কাগজ ফেরী করি।
অফিসে কলে, কারখানায়—
আমি কাজ করি—
ব্যারিটন বের ধারে ধারে—

আমি গোলাপ ফোটাই,
ফসল ফলাই—
আমিও থেকেছি
কনে দ্বীপের ধারে,
যেখানে
ব্রুকলিনের সচকিত সমুদ্র পাখীর কানে,
ওয়াল্ট হুইটম্যান,
গুঞ্জন তুলত,
এই আমার জন্মভূমি—।
সাম্রাজ্যবাদীর ভীতি আর বাতিক সম্বলিত,
ওগো আমার বাড়ীওয়ালা
জয় করেছ তুমি
আকাশ চুম্বি প্রাসাদ
আর কারখানাকে
কিন্তু পারনি জয় করতে
ওয়াল্ট হুইটম্যানকে—
পারনি ছিনিয়ে নিতে তার মানুষকে ;
হ'তে পার তুমি ব্যাঙ্কের মালিক,
লক্ষ লক্ষ ধনের অধিকারী,
কিন্তু পেরেছ কি জয় করতে আমাকে ?
তোমার বিরুদ্ধে
আমি বহুবার লাইন দিয়েছি—
ধর্মঘটীর সারিতে—
তোমার বিরুদ্ধে
আমি বহু বক্তৃতা দিয়েছি
পাড়ায় পাড়ায়—
আমার অন্তরের ক্ষুব্ধতাকে,

আমি বহুবার রূপ দিয়েছি,
কবিতায় গল্পে গানে।
আমি জানি কেন আমি বরণ করেছি এ পথকে
দারিদ্র্য আমার শৌর্য্যের জয়মাল্য
তীব্র কণ্ঠে এ ঘোষণা ক'রছে
আমি বিশ্বস্ত ছিলাম
মা, বাবা, ভাইএর প্রতি,
আমি বিশ্বস্ত ছিলাম
গরীবের প্রতি।
নিউইয়র্কের আত্মাকে আমি জানি,
লিঙ্কনের ডাকে যোগ দেয়—
আমার গরীব মানুষ,
রুজভেল্টের আহ্বানে সাড়া জানায়
আমারই গরীব মানুষ
উনিশশো তিরিশের দুর্ভিক্ষে
আমি ছিলাম
সেই আমার মানুষেরই পাশে
দেখেছি তাদের দুর্জয় সাহস
পদদলিত ঘাসের মত
গর্জে উঠেছে।
ওগো বাড়ীওয়ালা
তুমি ভেব না কখনও,
নির্বিঘ্নে তাদের তুমি দমন করেছ।
দিনে দিনে আমাদের
গোষ্ঠি বৃদ্ধি হয়
পিউটোরিকা বাসীরাও
আজ এসে দাঁড়িয়েছে
আমাদের পাশে—
যারা ছিল শোষিত ও উপবাসী
জু ও ইটালিয়ানদের মত।

তারা এনেছে নূতন গান
নূতন বীরত্ব
আমাদের ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় ক'রতে।
আমার এ বৃহৎ গোষ্ঠি থেকে
একজন ঝরে গেলেও
অন্য নামে অন্য স্থানে
জন্ম নেয় হাজার হাজার।

ওগো বাড়ীওয়ালা
তুমি আমাকে উচ্ছেদ করতে পার
তুমি আমাকে বন্দী করতে পার—
তোমার কোন কয়েদখানায়;
যেমন ক'রে তুমি পাঠাচ্ছ
আমার পরিবারকে
তোমার অনিবার্য ধ্বংস থেকে
তুমি মুক্তি পাবে
এই আশায়।
কিন্তু জেনে রাখ—
সাদা চোখ আর মোটা থ্যাবড়া মুখো
বাড়ীওয়ালা
আমি তোমার চেয়ে
সুখী থাকব
আরও নিরাপদ, আরও সমৃদ্ধ হ'য়ে
আমি মানুষের মাঝে থাকব;
আরও বেশী ক'রে
আমি দখল করব
নিউইয়র্ককে।

ওগো বাড়ীওয়ালা
আমার ভাড়া আমি দিতে পারি না
আমরা কষ্ট করি,
মাথার ঘাম পায়ে ফেলি,
গোলমাল করি
তুমি আমাদের উচ্ছেদ ক'রতে পার—
তুমি আমাদের বোকা বানাতে পার
কিন্তু জেনে রাখ—
আমরা বেঁচে থাকবই—
যেমন ক'রে পদদলিত ঘাস
বেঁচে থাকে
শিলা চাপা কীটানুর প্রায়।

ওগো বাড়ীওয়ালা—
তোমার ঐ আকাশ-চুম্বী
প্রাসাদের চেয়ে
আমার মানুষ
অনেক বড় অনেক মহান।

॥ মৃত্যুহীন ॥

(হুকবালাহাপের ম্যারিয়ানোর জন্য)

জর্জ্জ হিচকক্

ম্যালিনা ! কত ক্ষত চিহ্ন আঁকা তোমার বুকে !
আট বৎসর অতীত হয়েছে—
তবু আজ রাতে,
কোন এক অখ্যাতনামা বন্দরে,
কোন এক নাবিক,
তোমায় স্মরণ ক'রছে—
তুমি আমায় জড়িয়ে ধরেছ,
আমি অনুভব করি
তোমার বীভৎস রূপ আর করুণ আর্তনাদ।
টণ্ডোর পথে পথে আমি ঘুরি,
দরিদ্রের কুটিরে কুটিরে—
তুমি উলঙ্গ কর তোমার অগ্নিজ্বালা
সেখানে আমি দেখি,
ক্ষুধার লেলিহান শিখা—
দারিদ্রের নিষ্ঠুর কশাঘাত—
আরও আমি দেখি
অর্ধ নগ্ন মানুষের প্রতিচ্ছবি
যারা
মা বোনদের বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয়
গোরা সৈন্যের কাছে
উগ্র উদরের তীব্র বেদনায়।

আমি এসে দাঁড়াই নিপা কুটিরে
এখানে ম্যারিয়ানো
আমার শাসকশ্রেণী
গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে
তাড়া করছে তোমায়।
তুমি ব'সে আছ অকম্পিত চিত্তে
মানুষের মাঝখানে
মুক্তি যোদ্ধারা বলছে,
মানুষের মুক্তির কথা
জাপ বিরোধী গণফৌজের কথা ;
ম্যারিয়ানো—
আমি পরিষ্কারভাবে তোমার কণ্ঠস্বর শুনি
স্বাধীনতা সংগ্রামের বাণী
তুমি ঘোষণা ক'রছ—।
আমি অনুভব করি
তোমার বাদামী হাত
আমার হাতের উপর—
ফিলিপাইনের মুদ্রাকরের হাত
আমেরিকার নাবিকের হাতের উপর।
তুমি বললে—
"আমেরিকাবাসীকে শুনিও
আমরা রিজালকে স্মরণ করি
যেমন করে তোমরা ওয়াশিংটনকে স্মরণ কর
তোমাদের বিপ্লব আমাদের শিখিয়েছে
এবার আমাদের স্বাধীনতা আমাদের ফিরিয়ে দাও।"

বোমা বিধ্বস্ত পথ দিয়ে
আমি ম্যালাকীনানের প্রাসাদে আসি

এখানে দেখি
রক্তচোষা শয়তানের দল
সোরিয়ানো, রোক্সেস্, লরেল—
সেদিন যারা জাপানীর সাথে
হাতে হাত মিলিয়েছে
খানাপিনা খেয়েছে
আজ তারা এসেছে
নূতন মুখোশ প'রে
উজ্জ্বল দন্ত বিকশিত ক'রে
নব ভূমিষ্ঠ স্বাধীনতা শিশুকে
গ্রাস ক'রে নিতে।
রণবাদ্য তো থেমে গেছে
শান্তি এসেছে
আবার তারা গোপনে
নিঃসহায়ের চামড়া চুষে
ধনের পাহাড় জমাবে।

আমার জাহাজে আমি ফিরে যাই
অতিক্রম করি পাসিং নদী—
রাত্রি সমাগত
আমি তাকিয়ে আছি নদীর দিকে
ক্রিসান্টো ইভান গেলিষ্টাকে আমি ভাবি,
শ্বাসরুদ্ধ ক'রে গলা টিপে
জাপানীরা তাকে হত্যা ক'রে মেরেছিল,
এই নদীরই গর্ভে
সহস্র স্মৃতি বিজড়িত এই পাসিং
কত অশ্রু এর স্রোতে প্রবহমান
কত কমরেডের ক্ষত মৃতদেহ

এর করাল গর্ভে ভাসমান—
কুলে কুলে ঢেউ
দিগন্ত কাঁদে।
আঘাতে আঘাতে জর্জরিত ম্যানিলা।
আট বৎসর অতীত হ'য়েছে—
কালস্রোতে এ স্মৃতি
বিলীন হ'য়ে যায়
কিন্তু আমার স্মৃতি পটে

এ বেদনা
চিরন্তন হ'য়ে আছে
আমি যে ভুলতে পারিনা।

পাঁচ হাজার মাইল দূর আমেরিকাকে দেখি
সুখ নিদ্রায় নিদ্রিত র'য়েছে সে দেশভূমি
পথের ধারের ঝরা পাতা
আমাদের বিছানা
হাড়ে নির্মিত আমাদের ঘর
সকাল বেলার খাবারে
অলক্ষ্যে আমাদের চোখের জল ঝরে।

ওগো আমেরিকাবাসী-
তোমরা কি কেউ দেখতে পাও
জানালায় ও কিসের সঙ্কেত ?
কার মুষ্টিবদ্ধ হাত ?
তোমরা কি কেউ শুনতে পাও
অক্টোবর বিপ্লবের ধ্বনি ?
তোমরা কি কেউ জাগ্রত নও ?
কেউ কি তোমরা শুনতে পাও না ?

না না

তোমরা তো দেখতে পাবে না

সাম্রাজ্যবাদীর তাঁবেদার গোষ্ঠি

তোমরা তো দেখবে না

শঙ্কায় ও ত্রাসে

দৃষ্টি তোমাদের আচ্ছন্ন

স্পর্শ তো করতে পারবে না

খুনের রক্তে হাত তোমাদের কলুষিত।

না—

যদি কেউ থাকে তারা শুনবে

(তারা আছে

নিশ্চয়ই আছে)

ধনলোভী সরকারের গদীতে তারা নেই—

যারা কাজ করে—

যারা রুটি সেঁকে

যারা মাটি খোঁড়ে

যারা তাঁত বোনে

ওয়াশিংটনের গ্রেস হারবারে

যারা ময়লা পরিষ্কার করে

বোডেগাবের নদীতে

যারা মাছ ধরে

তারা আছে সেখানে।

তাদের কর্ণ বাতাসে তীক্ষ্ণ

বাতাসের আগমনী

তারা শোনে

তারা নিশ্চয়ই শোনে ম্যারিয়ানো

তুমি হতাশ হয়ো না

আমার দেশ জেগে উঠছে
ধীরে অতি ধীরে
আমি যে শুনি তার
স্পন্দন ধ্বনি।
আজ তুমি ম্যারিয়ানো....
তোমার স্মৃতিভারে যখন আমি
নিদ্রা বিহীন
কেমন করে তুমি
তোমার রাত্রি যাপন কর ?

হয়ত নির্জন বেরিওতে শুয়ে শুয়ে
রিজেলকে স্মরণ করছে
যেমন ক'রে ঘড়ি
টিক্ টিক্ করে এগিয়ে যায়
উষার দিকে।

পুলিস বেষ্টিত হয়ে আছ
কোন গ্রামে
তোমাকে কি ওরা তাড়া করছে ?
তোমাকে কি ওরা জেলে পুরেছে ?
অথবা
কমরেডের মাঝে বসে
আগামী কালের কর্মতালিকা প্রস্তুত ক'রছ।
কেমন করে দুর্গমগিরি পাড়ি দেবে
কেমন করে ঘন জঙ্গলে লাফিয়ে পড়বে
শস্য পূর্ণ মাঠ দখল করবে অথবা হারাবে।

আমেরিকার মেসিনগানের তাড়া খেয়ে
ডোবায় এসে আশ্রয় নেবে
হাতে তোমার,
মা সে তুং এর "অন প্র্যাকটিস্" —
রাতের বাদুড়ের পাখার ঝাপটা
এরোপ্লেনের শব্দের মত
তোমার কানে গুঞ্জন তুলছে···

এই রাতে ম্যারিয়ানো
তুমি যেখানেই থাক
আমার লজ্জা আমার বেদনা
তোমায় জানাই
এস সহজভাবে সহজ কথা বলি —
তোমরা চেয়েছিলে স্বাধীনতা
আমরা পাঠিয়েছি
ম্যাকআর্থারকে।
তোমরা চেয়েছিলে—
ভূমিহীনের জন্য ভূমি
আমরা পাঠিয়েছি
এক একটি হাতবোমা
তোমাদের মুক্তি যোদ্ধাদের
চিরতরে চাওয়াকে স্তব্ধ করে দিতে।

এতক্ষণ গেয়েছি শঙ্কার গান
বেদনার গান
এখন গাইব আনন্দের গান
এখন গাইব

সূর্যের গান
রুটির গান
জুঁই ফুলের গন্ধের গান
ধোঁয়ার গান
মাঠের গান
ঘাসের গান
লাঙ্গলের গান
মিনা পাখীর গান।
আমরা যে স্বপন পশারী
মণি মাণিক্যের চেয়ে
আমাদের এ ধনে আমরা গর্বিত
আগামী কালের শিশু
আমাদের চোখে ভাসে
যদি আমরা স্বপনচারী না হই
তারা যে জন্মেই মরে যাবে।

মনে রেখ—
জলের তলে ধানের বীজ
অগোচরেই মাথা গজায়
মনে রেখ—
কোটি কোটি প্রবাল কীট
সমুদ্রকেও ছাপিয়ে ওঠে।
মনে রেখ—
আজ আমরা সংগ্রাম করি মাঠে মাঠে
আগামী কালের ফসল যারা ফলাবে
তাদের সেতু বাঁধা হয়
প্রীতি পুষ্পের পবিত্র বন্ধনে।

ম্যারিয়ানো—
আমরা মৃত্যুহীন
তুমি আর আমি
যদি আমাদের উচ্ছেদ করা হয়
যদি আমাদের কেটে ফেলা হয়
যদি আমাদের গুলি ক'রে
হত্যা করা হয়
তবু আমরা আবার বেঁচে উঠব
অন্য কোন স্থানে
অন্য কোন নামে
জুযান ডে, লা ক্রুজ, ড্যানি, সার্জে অথবা ম্যারিও—
কিন্তু সব সময়ে
একই সুরে
একই ছন্দে
একই গানে
আমরা জেগে থাকব
তাইতো ম্যারিয়ানো
আমরা মৃত্যুহীন
সূর্য উঠবে ইলিওতে
সূর্য উঠবে লুজানে
সূর্য উঠবে প্রশান্ত মহাসাগরে
এর আভায় উদ্ভাসিত হবে
দিগ দিগন্ত—
আমি কান পেতে আছি
অনাগত দিনের স্বপ্নে বিভোর
আত্মপ্রত্যয়ে আমি সুদৃঢ়
আমি যে দেখতে পাই
নূতন দিনের পৃথিবী হবে আমাদের ।